ফোনঃ (০৩৩) ২২৮৬-৫৬৫৭
ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২২৭-৫৩৯১

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

(রেজিস্টার্ডঃ- পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট XXVI, 1961)
রেজিস্ট্রেশন নং - এস/৫৫৬৯৩ (১৯৮৭- ১৯৮৮ বর্ষ)
১৬২-বি, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০ ০১৪
৫ম তল, রুম নং: ৪০১ ও ৪০২
E-mail: pbvmancha@gmail.com
Website: http://www.paschimbangavigyanmancha.org

পত্রাঙ্কঃ ..... তারিখ:১৩.০৭.২০২৩

প্রতি
বার্তা সম্পাদক/ মুখ্য সাংবাদিক

মহাশয়/মহাশয়া,
আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রেস বিবৃতিটি প্রকাশের জন্য অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদ ও অভিনন্দনসহ-

প্রদীপ মহাপাত্র
(প্রদীপ মহাপাত্র)
সাধারণ সম্পাদক

প্রেস বিবৃতি – ১৩.০৯.২০২৩

জ্যোতিষীর পরামর্শে তৈরি হোত ভারতীয় ফুটবল দল! - ধিক্কার

‘জ্যোতিষীর পরামর্শে তৈরি হোত ভারতীয় ফুটবল দল!’ - খবরটি পড়ে আমরা উদ্বিগ্ন। খবরে প্রকাশিত - নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের প্রাক্তন সচিব জানিয়েছেন, এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ভারতীয় ফুটবল একাদশের খেলোয়াড় নির্বাচনে ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিম্যাচ জ্যোতিষীর পরামর্শ নিয়েছিলেন। এর জন্য জ্যোতিষীকে বারো লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। জ্যোতিষীকে চার জন খেলোয়াড়ের জন্ম তারিখ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি খেলোয়াড়দের ‘যোগ্যতা’ ও ভারতীয় দলের জয়লাভের ‘সম্ভব্যতা’ নির্ণয় করতে পারেন। এই বিষয়ে জ্যোতিষীর সঙ্গে কোচের কথোপকথন সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। জ্যোতিষীরা যেমন ধোঁয়াটে কথা বলে তেমনি বলেছেন - ফল ভালো হবে তবে খেলোয়াড়দের ‘অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস’ থেকে বেরোতে হবে। এমন পরামর্শের বিন্দুমাত্র স্পষ্টতা নেই। কোন্ ম্যাচ কোন্ দিন কোন্ খেলোয়াড়ের পক্ষে ভাল, তেমন নিদানও দিয়েছেন জ্যোতিষী। প্রাক্তন সচিব যেভাবে বিষয়টির পক্ষে সাওয়াল করেছেন তা আমাদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। খেলার ফলাফল নিয়ে নানরকম অবাঞ্ছিত বেআইনি জুয়া খেলার কথা শোনা যায়। এই ঘটনাটি তার চেয়েও ভয়ানক। ব্যক্তিগত শারীরিক ও মানসিক নৈপুণ্য এবং দলগত সার্বিক নৈপুণ্য ছাড়া কোনো দল কোনো খেলায় ভালো ফল করতে পারে না। আজ ক্রীড়াবিজ্ঞান উচ্চ থেকে উচ্চতর উৎকর্ষে পৌঁছেছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতীয় ফুটবল দল জ্যোতিষীর পরামর্শে মনোনীত হচ্ছে! পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এর কঠোর নিন্দা করছে।

আমাদের দাবি, ক্রীড়া পরিচালন ব্যবস্থার কোন্ প্রশাসকেরা এমন কাজে জড়িত রয়েছেন তাদের খুঁজে বের করা হোক এবং কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। দেশের অভ্যন্তরে বিগত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞান মনস্কতা ও যুক্তিবাদী চেতনা ধ্বংস করার যে আয়োজন চলছে, রাষ্ট্র তাতে সক্রিয় ইন্ধন জোগাচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক কার্য-কারণ সম্পর্কের ভিত্তিকে উপেক্ষা করে অবৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালী গ্রহণ করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞান সচেতন নাগরিক ও অগণিত ক্রীড়ামোদীকে প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ